ভোরের কাগজ ৩৭

তারিখ SEP 16 1999
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

# আইটি প্রশিক্ষণ : কেন্দ্রগুলো যা বলছে

**রুহুল আমিন রুশদ :** কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্প্রতি ভোরের কাগজের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান চালানো হয়। তারই অংশ হিসেবে ঢাকার কয়েকটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। গত ১১ সেপ্টেম্বর কম্পিউটার সিটি ও মেলা উদ্বোধন উপলক্ষে প্রকাশিত ভোরের কাগজের বিশেষ ক্রোড়পত্রে সাতটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হয়। আজ দ্বিতীয় কিস্তিতে আরো আট প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হলো।

## ভালো প্রশিক্ষক পাওয়া কঠিন

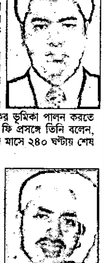

**ফোরকান বিন কাসেম**, *ইসিআইটি*



ইঞ্জিনিয়ার্স কাউন্সিল অফ ইনফরমেশন টেকনোলজিস লিমিটেডের (ইসিআইটি) নির্বাহী পরিচালক ফোরকান বিন কাসেম বলেন, ব্যাপক প্রচারণার কারণে তথ্য প্রযুক্তি দেশের সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফলে এখানে গড়ে উঠেছে অনেক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সেগুলো এখনো তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না। বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষক ও সুষ্ঠু নীতিমালার অভাবই এর প্রধান কারণ। তিনি বলেন, আমাদের দেশে পারদর্শী প্রশিক্ষক পাওয়া দুষ্কর। ফলে যাদের পাওয়া যায়, তাদের চাহিদাও ব্যাপক। এ কারণে অনেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রই প্রশিক্ষকদের গুণগতমান বজায় রাখতে পারছে না।

ফোরকান বিন কাসেম বলেন, কম্পিউটার শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোর অনুষঙ্গিক সেটআপের চমকপ্রদ উপস্থাপন ও পরিবেশ তৈরিতেও অনেক অর্থ ব্যয় হচ্ছে। তিনি বলেন, গণমাধ্যমের সাহায্যে তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচিতি তুলে ধরা হলে প্রশিক্ষণ ব্যয় কমে যাবে।

তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে বাস্তব কার্যক্ষেত্রে যাবে। কিন্তু আমাদের দেশে কাজের স্থানের বড়ো অভাব। কারণ এখানে এখনো তথ্য প্রযুক্তি শিল্প গড়ে ওঠেনি। ফলে দেশের বড়ো বড়ো সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসা উচিত।

## মান পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত

**আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী**, *পেন্টাসফট*



পেন্টাসফটের একাডেমিক ডিরেক্টর মো. আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী বলেছেন, মাত্র দুবছর আগে বাংলাদেশে কম্পিউটার শিক্ষার বিপ্লব শুরু হয়েছে। দেশে এখন প্রচুর দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তবে বিশ্ব বাজারের চাহিদা উপযোগী প্রোগ্রামার কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণেই আমরা ওয়াইটুকে সমস্যার বিশাল মার্কেট ধরতে পারিনি।

তিনি বলেন, ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম সফটওয়্যার রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান পেন্টাফোরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এখানে পেন্টাসফট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি বলেন, পেন্টাফোর যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সফটওয়্যার রপ্তানি করে। ফলে তাদের সফটওয়্যার পেশাজীবী প্রয়োজন। এর ভিত্তিতেই পেন্টাফোরের কোর্স মডিউল তৈরি করা হয়েছে।

কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মান পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করলেও জনাব হাসান এ ক্ষেত্রে যে কোনো সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধী। তিনি বলেন, বরং সংবাদপত্রগুলো এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন : ভোরের কাগজ কম্পিউটার কর্নারের মাধ্যমেও এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখা সম্ভব। কোর্স ফি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পেন্টাসফট অর্ধেক ফি নিচ্ছে। প্রতিদিন চার ঘণ্টা করে আমরা যে কোর্স ছয় মাসে ২৪০ ঘণ্টায় শেষ করে দিচ্ছি অনেক প্রতিষ্ঠান তা শেখাতে এক থেকে দেড় বছর সময় লাগাচ্ছে।

## ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বেশি ফি নেওয়া হচ্ছে

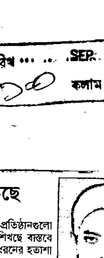

**শাহ শের আলী**, *আইটিআই*



ইনফরমেশন টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের (আইটিআই) পরিচালক শাহ শের আলী বলেন, কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকার অংশবিশেষ মাত্র পূরণ করতে পেরেছে। তিনি বলেন, আসলে কী শেখা দরকার তা ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকদের কাছে স্পষ্ট না হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যা কিছু শেখানো হচ্ছে দেশের বাইরে গিয়ে তার স্বীকৃতি মিলবে কিনা এ নিয়েও প্রশ্ন আছে। তিনি জানান, আইটিআই তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষার একটি সংমিশ্রণ ঘটিয়ে শিক্ষা দিচ্ছে। বিশ্বের শিল্প সংস্থাগুলোর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্রিটেনের সিটি এন্ড গিল্ডসের অনুমোদিত পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগটি সে কারণেই আইটিআই গ্রহণ করেছে।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত বাংলাদেশের বেশিরভাগ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান অনেক সময় বজায় রাখা সম্ভব হয় না বলে তিনি মন্তব্য করেন। শাহ শের আলী বলেন, 'আমার মতে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ফি বেশি নেওয়া হচ্ছে। পর্যালোচনা করে এই হার কমানো উচিত।' তিনি বলেন, মান বজায় রাখতে গিয়ে আইটিআইও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উচ্চ হারে ফি নিচ্ছে। তবে ছাত্র সংখ্যা বাড়লে আগামীতে ফি কমানো হবে।

তিনি বলেন, কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দেশে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষিত একটা সমাজ গড়ে তুলছে। তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই ঠিক করে নিতে সক্ষম হবে সে প্রকৌশলী, প্রশিক্ষক নাকি প্রোগ্রামার হবে।

## ব্যবসায়িক স্বার্থেই অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে

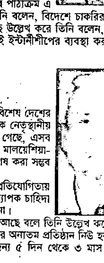

**আসিফ হোসেন**, *আইবিএম এসিই*



আইবিএম অ্যাডভান্সড ক্যারিয়ার এডুকেশনের (আইবিএম-এসিই) ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসিফ হোসেন বলেন, শুধু কম্পিউটার অপারেটর তৈরির লক্ষ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাদেরকে মোটামুটি সফল বলা যায়। কিন্তু অ্যাডভান্সড সফটওয়্যার শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। কারণ গত দু বছরে কেবল ব্যবসায়িক স্বার্থেই অনেক প্রতিষ্ঠান এখানে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কিভাবে টাকা কামানো যায় তা নিয়েই এসব প্রতিষ্ঠান বেশি ব্যস্ত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে পড়াবার মতো লোকবল তাদের নেই। ফলে অনেকেই হোঁচট খাচ্ছে।

নিজের প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান বজায় রাখা প্রসঙ্গে আসিফ হোসেন বলেন—ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আমরা শিক্ষকদের মান সম্পর্কে মতামত নেই। তবে মান মনিটরিং-এ যে কোনো হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে তিনি বলেন,-বর্তমান বাজার অর্থনীতির যুগে বাজারই নির্ধারণ করে দেবে কোন প্রতিষ্ঠান টিকবে আর কোনটি টিকবে না। প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান সাপেক্ষে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে উচ্চ হারে ফি গ্রহণ যৌক্তিক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আসিফ হোসেন বলেন, বর্তমানে বীজ বপনের কাজ চলছে। ২-৩ বছর পরে এর ফল পাওয়া যাবে। এক্ষুণি সফটওয়্যার তৈরি করে রপ্তানির স্বপ্ন না দেখে বিদেশ থেকে ছোট ছোট মডিউলভিত্তিক কাজ আনা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এতে সহজেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে।

ভোরের কাগজ ৩৭

তারিখ SEP 16 1999
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

## প্রশিক্ষণের বাস্তব প্রয়োগ না থাকায় হতাশা বাড়ছে

**মুনিম হোসেন রানা**, *অ্যাকসিস*



অ্যাকসিস টেকনোলজিসের পরিচালক মুনিম হোসেন রানা বলেছেন, কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকার মাত্র ৩০ শতাংশ পূরণ করতে পারছে। তারপরও তারা যা শিখছে বাস্তবে কার্যক্ষেত্রে তা কাজে লাগানোর সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ নিয়ে এক ধরনের হতাশা তৈরি হচ্ছে।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর গুণগত মান পর্যবেক্ষণের কোনো ব্যবস্থা রাখার বিরোধিতা করে তিনি বলেন, মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এ ধরনের কিছু থাকার দরকার নেই। সে যেভাবেই আসুক না কেন এক সময় তাদের সম্পর্কে মানুষের একটা নিজস্ব মূল্যায়ন তৈরি হয়ে যাবে। বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এ দেশে আসার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নইলে দেশী কেন্দ্রগুলো কি মানের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তার কোনো তুলনামূলক কোনো চিত্র পাওয়া যাবে না। তিনি বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রম এ দেশের প্রেক্ষাপটে কতোটা চাহিদা মেটাতে সক্ষম সে ব্যাপারে অবশ্য প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, বিদেশে চাকরির জন্য এক থেকে দুই বছর বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। দেশে হার্ডওয়্যারের প্রচুর সম্ভাবনা আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ কারণে আমরা হার্ডওয়্যারের ওপর ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছি। ৬ মাস ক্লাসের পর সপ্তম মাসেই ইন্টার্নীশীপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পারফরম্যান্স ভালো হলে চাকরির অনেক সুযোগ রয়েছে এক্ষেত্রে।

## অনেক কেন্দ্র নিম্নমানের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে

**হাবিবুর রহমান**, *নিউ হরাইজনস*



কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিউ হরাইজনস-এর চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান বলেন, একটি বিশেষ দেশের বেশ কিছু কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শাখা এ দেশে স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে থেকে নেতৃস্থানীয় দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যাপারে দেশে এবং দেশের বাইরে আমরা সার্ভে করেছি। দেখা গেছে, এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাংলাদেশে অত্যন্ত নিম্নমানের শিক্ষা দিচ্ছে। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্য, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া-এসব দেশে ঐ একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখাগুলো উন্নতমানের। যে কোর্স মাত্র ৩ মাসে শেষ করা সম্ভব তাকে ৩ বছর মেয়াদের কম্পিউটার ডিপ্লোমা কোর্সে পরিণত করা হয়েছে।

হাবিবুর রহমান বলেন, বিদেশে চাকরির ব্যাপারে এশিয়ার অন্য দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ টিকতে পারছে না। কারণ যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে প্রোগ্রামারের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো প্রোগ্রামার তৈরি করতে পারছে না।

বাংলাদেশের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মান পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন জনাব হাবিবুর রহমান। তিনি বলেন, কম্পিউটার প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকার কারণে বিশ্বের অন্যতম প্রতিষ্ঠান নিউ হরাইজনকে বাংলাদেশে আনা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে মানসম্মত প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারে সেজন্য ৫ দিন থেকে ৩ মাস মেয়াদের অ্যাপ্লিকেশন থেকে টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে।

## সব দিক বিবেচনা করলে ফি বেশি নয়

**আলী আকবর খান**, *টিউলেক*



টিউলেক কম্পিউটার এডুকেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আলী আকবর খান বলেন, আমরা প্রত্যাশিত ভূমিকার ৯০ শতাংশ ইতিমধ্যে পূরণে সক্ষম হয়েছি এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে ১০০ শতাংশই পূরণে সক্ষম হবো বলে দৃঢ় আশাবাদী। তিনি বলেন, আমরা এমার্জিং টেকনোলজি অ্যাডভান্টেজে গুরুত্ব দিতে চাই। এজন্য আমরা লেটেস্ট সফটওয়্যার টেকনোলজি ব্যবহার করছি, যা আমাদের শিক্ষার্থীদের সবসময় আপডেটেড রাখছে।

তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অবান্তর নয়। আমাদের কেন্দ্রে অবশ্য শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য টাটা-ইনফোটেক লিমিটেডের অবজার্ভেশন টিম রয়েছে। তাছাড়া অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীও রয়েছেন। তাছাড়া টিউলেক ভারতের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা পাঠ্যক্রমের জন্য আইএসও ৯০০১ সার্টিফিকেট পেয়েছে।

উচ্চ হারের প্রশিক্ষণ ফি প্রসঙ্গে আলী আকবর খান বলেন, সাধারণ দৃষ্টিকোণে একটু বেশি মনে হলেও বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে কোর্স ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এডুকেশন সফটওয়্যার ও কোর্স ম্যাটেরিয়াল বিদেশ থেকে আনার ব্যয়। শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টারনেট সুবিধা, অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব ও উন্নত পরিবেশ ছাড়াও রয়েছে দেশের বাইরের কয়েকজন প্রশিক্ষক।

তিনি বলেন, এমার্জিং টেকনোলজি অ্যাডভান্টেজের আওতায় শিক্ষাদানের কারণে দেশে ও দেশের বাইরে তাদের প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। তাছাড়া টিউলেক মেধাবী ছাত্রদের তাদের প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেওয়ার অঙ্গীকার করছে।

## মান নিয়ন্ত্রনে সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন

**আফতাব-উল-ইসলাম**, *সিএমসি আইআইটি*



সিএমসি-আইআইটি বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান আফতাব-উল-ইসলাম বলেন, আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে কাজ শুরু করেছে বেশি দিন হয়নি। ফলে এই স্বল্পসময়ে প্রত্যাশিত ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গেলে তা যথাযথ হবে না। তবে আমি মনে করি ইতোমধ্যে যেটুকু অর্জিত হয়েছে তা মোটামুটি সন্তোষজনক।

তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর ভিন্নতার কারণে প্রশিক্ষণের গুণগতমানের ভিন্নতাও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মান নিয়ন্ত্রণের জন্য এখনো কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এখানে গড়ে ওঠেনি। মান নিশ্চিত বা নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উচ্চ হারের ফি নেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে আফতাব-উল ইসলাম বলেন, আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর ফি আপাতদৃষ্টিতে বেশি মনে হয়। কিন্তু বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের মান, সার্টিফিকেটের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা এবং অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রীর নিরিখে ফি খুব একটা বেশি নয়।

আফতাব-উল ইসলাম বলেন, আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষ তথ্য প্রযুক্তিবিদ তৈরির বীজ বপন করেছে মাত্র, যা ভবিষ্যতে ডালপালা গজিয়ে অনেক বড়ো হবে। দেশে এখনো তেমন কোনো সফটওয়্যার হাউস গড়ে ওঠেনি। তাই বড়ো মাপের কোনো কাজ হয়তো এখনই পাওয়া যাবে না। কিন্তু তারা মোটামুটি সম্মানজনক কাজ পাচ্ছে। কিছু কিছু প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিজেরাই প্রশিক্ষিতদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে।